

ফিচার

বাঙালি নারীর শিক্ষা ও সাক্ষরতা-ভাবন

শফিউল আলম

১৯০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রায় একশ' বছরের বেশি সময় পরিদর্শিত সাক্ষরতা সংজ্ঞা বিবর্তিত হয়েছে, বিবৃত হয়েছে, ধারণাগত ব্যাপকতাও অনেক বেড়েছে। সূচনাতে মনে করা হতো শুধু মাতৃভাষার নাম সাক্ষর করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করাটাই সাক্ষরতা। সেই ধারণা এখন ব্যাপকতর হয়ে ২০০৩ সালে দাঁড়িয়েছে— যে মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারবে, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করতে পারবে, দশাঙ্গমান বস্ত্রসামগ্রী যেমন আলোকচিত্র, লেখচিত্র, পোস্টার, ছবি, চার্ট, কার্টুন ইত্যাদি পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সেসঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করতেও তা টুকে রাখতে পারবে, 'সেই সাক্ষর ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

ব্যাপার যে সভা সতাই এইরূপ দাঁড়িয়েছে, শুধু শহরের গোটাক পরিবারের দিকে নজর না দিয়া খোলা চোখে একবার সবদিকে তাকাই, তহা বেশ বুঝতে পারা যায়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারম্রস্ত মাত্রের ক পড়িয়া শিত ও বালকদের মন ও প্রাণের জীবন অপচয় ঘটিতেছে। সমাজের পক্ষে একটা মহাবিপদ স্বরূপ।

তাই তিনি মনে করেন—

কন্যাকে যদি সুশিক্ষা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, জীবনদর্শ প্রভৃতি ব্যাপারে সমুদ্র কর গড়িয়া তোলা যায়, স্ত্রীরূপে সে স্বামীর পক্ষে অশীর্বাদ হইবে। স্বামী তা দ্বারা চালিত হইয়া মানবতার উন্নততর নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজ কাছে হইবে সে কন্যাগণের উৎস।

নারী ও কন্যা-শিক্ষার ফলে সমাজের মূলে যে পরিবর্তন ও শুভ বার্তা ব আনবে— এ বিষয়ে আরও অনেক মুক্তি প্রদর্শনের পর তিনি বলেছেন, সূত্রাং পুত্রের মতো কন্যারও বরণ পুত্রের চেয়ে কন্যাদেরই বেশি সুশি হওয়া প্রয়োজন। এবং সমাজ-মঙ্গলের রচয়িতারূপেই তাহার শিক্ষার ব্য হওয়া দরকার।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর আরও লেখা 'সংগাত' এ প্রকাশিত হয়েছি যেমন— 'সমাজ ও গৃহে নারীর স্থান' (ভদ্র ১৩৩৪), 'মুসলিম মহিলা' (সংগাত, মহিলা সংখ্যা ১৩৩৫), 'শিক্ষা' (সংগাত, জাতি

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

৮০০২-বৃদ্ধিত বৃদ্ধি জাতীয় বৃদ্ধি

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।

১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।



১৯৯০-এর জমতিয়েন সম্মেলন ও ২০০২ সালের ডাকার সম্মেলনে সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও ধারণার সঙ্গে 'মানসম্মত শিক্ষা' ও 'জীবনমান উন্নয়নের' বিষয়টিও চলে আসে। বিশ্বব্যাপী যখন সাক্ষরতা আন্দোলনের এই প্রসারিত চিন্তা দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে— পৃথিবীর এই পঞ্চদশ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেখানে স্বাধীনতা-পূর্বকালের পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩৫-এ একজন আইসিএস মুহম্মদ ইসহাক ১৯৩৫-এ সিরাজগঞ্জে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে নিবেদিতপ্রাণ এক মানুষ মি. এইচ. বিজয় চাকায় সাক্ষরতা আন্দোলনের সূচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।